সম্মেলনের চালাক-চতুর।

মোল্লা! একি!! সম্মেলনে হঠাৎ দেখি সেই নেতা!!
চার পাঁচ মাস কোথায় গায়েব ছিলেন, ভেবে পাইনে তা।
হাঁপাচ্ছে আর ছুটছে সদাই স্যুটেড বুটেড বস্ সেজে,
মুখটা করুণ! চোখটা বিরাট! আছেন খুবই কষ্টে যে।
ছুটছে এদিক, ছুটছে সেদিক, ভাবখানা খুব যে ব্যস্ত,
সম্মেলনের সমস্ত ভার তাঁর ওপরেই কি ন্যস্ত ?
ভাবখানা - ছাদ পড়বে ধ্বসে, চুন খসলেই পান থেকে,
এমন বিরাট কর্মী হঠাৎ এলো রে কোন খান থেকে?

সবাই যখন গলদঘর্ম গত পাঁচটি ছয়টি মাস,
চোখের ঘুম আর মুখের ভাতের হয়েই গেছে সর্বনাশ,
উল্কাবেগে দিন আসে যায়, লক্ষ কাজের নেইকো শেষ,
সম্মেলনে ফুলের মতো ফুটতে হবে বাংলাদেশ।
হাজার শাপলা আসবে ছুটে, গলায় গলায় মিলবে সব,
দূর বিদেশে বসবে স্বদেশ, দু'তিন দিনের মহোৎসব।
মাতবে সবাই জন্মভূমির সংস্কৃতি-সংকীর্তনেই,
বাংলাদেশের বাইরে এমন মহা মিলন-তীর্থ নেই।
সময় তো নেই হাটবাজারের, সময় তো নেই মরবার-ও,
সময় তো নেই বাচ্চাটাকে একটু আদর করবার-ও।
ব্যবসা-অফিস উঠল লাটে, বস্ যে আছেন গাল ফুলে,
এসব দামে সম্মেলনের ময়ুরপংখী পাল তুলে,
ছুটছে দ্যাখো, সোনার বরণ হরিণ ধরণ চরণ তার,
তিল্ তিলে তিল্ তিলোত্তমার মনোহরণ গড়ন তার।
ম্যাজিক করে হয়না সেটা, পরিশ্রমের ঘাম যে চাই,
বড় কিছু করতে হলে বড় ধরণ দাম যে চাই।
কর্মীরা সব গলদঘর্ম গত পাঁচটি ছয়টি মাস,
চোখের ঘুম আর মুখের ভাতের হয়েই গেছে সর্বনাশ।

তখন এসব চালাক নেতা সময় কাটান তাস খেলে,
কি হবে আর সম্মেলনের একগাদা ছাইপাঁশ ঠেলে?
তার চেয়ে ঢের আড্ডা ভালো। নিদ্রা ভালো। স্বাস্থ্যকর।
পরিশ্রম-টি করব না বাপ্! তোদের সাজে, তোরাই কর।
''সেক্রেটারী'' আছি-ই ভায়া! সে পদ থেকে নড়ছি নে,
তাই বলে ওই খায়-খাটুনির ফাঁদে রে ভাই পড়ছি নে।
গাধার দলে খাটনি খাটুক! শেষের দিকে ফাঁকতালে,
পড়ব ঢুকে, সবার সঙ্গে নাচব ঝুমুর-ঝাঁপতালে।

এসব চালাক-চতুর নেতাই করছে রে কেল্-লা ফতে,
আর কতোকাল এই ভূষামাল গিল্‌বি রে মোল্-লা ফতে!

জামাতের প্ল্যান।

নূরাণী এ চেহারায় দেখাই যে দুঃখ,
মাথায় কিন্তু ভাই প্যাঁচ খেলে সুক্ষ্ম।
আওয়ামী-বিএনপি-রা লড়ে হোক
কুপোকাৎ,
ফাঁকতালে জামাতের হয়ে যাবে বাজীমাৎ।

পিটিয়ে তাড়াতে হবে এদেশের হেঁদুদের,
তবেই বইবে স্রোত এসলামী সে দুধের।
এমন দাবড়ে দেব শারিয়ার ডান্ডা,
কাফের ও মুশ্‌রিক হয়ে যাবে ঠান্ডা।
মুখে খুব মিঠে কথা, আইনেতে ভরা বিষ,
এটাই তো শারিয়ার রহস্য, তা জানিস?
নারী-অধিকার হবে অতীব নিষিদ্ধ,
বৌ-কে পেটানো হবে আইনতঃ সিদ্ধ।
তালাক, সাক্ষ্য আর উত্তরাধিকারে,
পিষে যাবে মেয়েগুলো শারিয়ার শিকারে।
মাথা থেকে পা' ঢেকে কাপড়ের বস্তায়,
ঘুলঘুলি চোখে ভুত চলবে যে রাস্তায়।
ঢুকে যাবে মেয়েগুলো বোরখার ভেতরে,
চার জেনানার স্বাদ, বলব কি সে তোরে!
সকালে তালাক দিয়ে পুরোন সে বুড়িকে,
বিকেলে কলমা পড়ে আনব যে ছুঁড়িকে।
বারবার বদলাব চার বৌ, কি মজা!
এসলামী শারিয়ার ওড়াবই সে ধ্বজা।

সুযোগ পেলেই করি আর এক চেষ্টা,
ক্রীতদাস-দাসীদের হাটে ভরি দেশটা।
অগুন্তি দাসীরা তো চর্ব্য ও চোষ্য,
এসলামী সংস্কৃতি বটে তো অবশ্য।
ওদের জীবনে আমি হলে হব কেয়ামত,
আমার জীবনে ওরা আল্লার নেয়ামত।

মানবাধিকারে কেউ করলে টুঁ শব্দ,
বিকট হুহুংকারে করে দেব জব্দ।
''মুরতাদ'' ফতোয়ায় কাটব যে কল্লা,
তাই দেখে দুনিয়ায় হয় হোক হল্লা।
খাবি খাবে হাইকোর্ট ফতোয়ার ধাক্কায়,
তখন দেখবি মাথা কত ঘুরপাক খায়!
প্রচুর সর্ষে ফুলে ভির্মি-ই খাবি সব,
পীর-মুরিদের ধেড়ে-নৃত্যে মহোৎসব
দেখে হবে দুনিয়ার চক্ষু চড়ক গাছ,
ঢুকি গিয়ে আরবের ঘরে,
যেন প্রাণ আসবে ধড়ে।''

বাংলাদেশেতে হবে তুমুল বাঁদর নাচ।
ভুতের উল্টো পায়ে প্রচন্ড গতিতে,
ছুটবে বাংলাদেশ, বহুদুর অতীতে।

রবে কিছু মোনাফেক, তাতে আর ভয় কি,
মর্দে মোস্‌লিমের হবে জয়, নয় কি?
স্মৃতির সৌধ আর শহীদ মিনারটা,
জাতির দর্শনের এ ম্যাগনা কার্টা,
বোমা মেরে করে খন্ড বিখন্ড,
গর্দভ এ জাতির মহা মেরুদন্ড।

না জুটুক মালকোঁচা, না জুটুক খাদ্য,
সবাইকে হতে হবে নামাজের বাধ্য।
গোটা দেশ ছেয়ে দেব টুপিতে ও দাঁড়িতে,
কোরবানী হবে, ভাত না থাকুক হাঁড়িতে।
বেতারে টিভিতে হবে এসলামী চর্চা,
রাতদিন, ''মিডিলিষ্ট'' দেবে তার খরচা।
লেখকরা! এইটুকু পারিসনি শিখতে,
আরবীতে রবীন্দ্র-সংগীত লিখতে?
সংগীত-শিল্পীরা, ভাগো সব ভাগো রে,
সবাইকে ফেলে দেব বঙ্গোপসাগরে।
বায়তুল মোকার'মে বসে যাবে সংসদ,
বুদ্ধিজীবীরা সব হয়ে যাবে বংশদ।
মরণানন্দরা-ই লিখবে যে পদ্য,
তবেই তো বটতলা হবে অনবদ্য।
ন'শো টন স্কচটেপ কেনা হবে পণ্য,
সাংবাদিকের ঠোঁটে লাগানোর জন্য।
আল্লা-রসুল আর কোরাণের বাইরে,
থাকবে না কোন কিছু, শুনে রাখ্ ভাইরে।

তারপর, মিগ-বাহান্ন দে-খ-লে-
ই.....

লেজ তুলে দেব ছুট, ও বাবাগো, ও মা গো!
কোথা হতে আসে এত শত শত বোমা গো!
লোটা নিয়ে ঘন ঘন বাথরুমে ছুটি রে,
নষ্ট কাপড়ে তবু খাই লুটোপুটি রে।

এবং তখন,
''বাবা গো মা গো বলে,
পাঁচিলের ফোকর গলে,

ধ্রুবতারা।

রাত।

অন্ধকার তমসাঘেরা ঘনযামিনী।
নিকষ কালো আকাশ ঢেকে রাখে
বিশ্বচরাচর। সূর্য্য ডুবে যাবার ভৌ-
গলিক ব্যাপারটাই নয় শুধু, মানুষের
অভ্যাসের, চরিত্রের, চেতনার আমুল
পরিবর্তনের নিয়ামক। দিনের দুনিয়া
আর রাতের দুনিয়া এক নয়। দিনের
মানুষ আর রাতের মানুষও এক নয়।
সত্যি সতিই 'নিশীথের কতো পরম
সত্য, ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়
প্রাতে' - হাফিজ।

নিদ্রায় তন্দ্রায় জাগরণে কতো
রকমেই যে এ রাত কাটে মানুষের!
রুগ্ন সন্তানের মায়ের রাত, গবেষণা-
কারীর রাত, নামাজী-সন্ন্যাসীর রাত,
প্রবঞ্চিত প্রেমিকের রাত, চোরের
রাত, ষড়যন্ত্রকারী রাজনীতিকের
রাত, মুক্তিযোদ্ধার রাত এবং গোলাম
আজমের রাতও। ঝিকমিক করে
হাসে অস্যংখ ছোটবড় তারা। কিছু
বলতে চায় বুঝি! মানুষ মরলে নাকি
তারা হয়। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে
করে। রাতের আকাশে খুঁজতে ইচ্ছে
করে প্রপিতামহদের। আর খুঁজতে
ইচ্ছে করে তাদের, যারা কোন
স্বীকৃতি পায়নি কোনদিন, স্বীকৃতির
পরোয়াও করেনি, কিন্তু তবু নি-
জদের রক্ত-মাংস উৎসর্গ করে গড়ে
গেছে আমাদের বর্তমান-ভবিষ্যতের
রাজনৈতিক-সামাজিক কাঠামো।
স্বাধীনতার সেই দূর্গম পথযাত্রীদল,
যারা নিজেদের হাড় দিয়ে গড়া
ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে বজ্রাঘাত করেছিল
দানবের বজ্রমুষ্ঠিকে নিরন্তর। নাহলে
রাজনৈতিক গোলটেবিল তো চলছিল
সেই কবে থেকেই, কংগ্রেস আর মু-
সলিম লীগের জন্মের বহু আগে
থেকেই। সেটা নাহয় চলত আরও

দু'শো বছর। স্বাধীনতা দিচ্ছি-দেব'র খেলা চলতেই থাকত যদি না স্বাধীনতা বুকে আগলে দাঁড়াত সেই উন্মাদ শস্ত্রপাণির দল। কারা ওরা?

ওরা বিদ্রোহী, ওরা আকাশে জাগাতো ঝড়,
ওদের কাহিনী বিদাশীর খুনে,
গুলি-বন্দুক বোমার আগুনে,
আজো রোমাঞ্চকর। - সুকান্ত।

মিটিমিটি তারারা হাসে আকাশে। ব্যাকুল হয়ে খুঁজি। ঐ তো, ঐ দপদপে উজ্জ্বল দুটো, ওরা নিশচয়ই মহাবিদ্রোহী রাসবিহারী বসু আর মাষ্টার দা' সূর্য্য সেন! আর ওই ছোট্ট তারা দুটো বারো বছরের ফুলেশ্বরী আর ক্ষুদিরাম। ওই যে মাতংগিনী হাজরা, প্রীতিলতা, বাঘা যতিন, কনকলতা, বিনয়-বাদল-দীনেশ, লোকনাথ বল, ট্যাগরা, বসন্ত বিশ্বাস.....।

'কি হল? থামলে কেন? আর নাম নেই'?
'হাজার নাম আছে। কিন্তু একটা খট্কা লেগেছে'।
'কিসের খট্কা'?
'বাংলার অগ্নিযুগের এই নামগুলো সব হিন্দু কেন? এদের মধ্যে মুহম্মদ অমুক বা তমুক উদ্দীন নেই কেন'?
'কে বললে নেই? বাহান্ন উনসত্তর একাত্তরে যারা কালনাগিনীর ফণা জাপটে ধরবে, বিশ-ত্রিশে তারা কি ঘুমিয়ে থাকতে পারে কখনো? ওই যে শহীদ-মিনার, ওই যে একাত্তরে ঘুমিয়ে যাওয়া লক্ষ রেজাউল মানিক (যার নামে ঢাকার মানিকনগর), ওই যে তারামন আর কাঁকন বিবি, ওই যে উনসত্তরের আসাদ (যার নামে ঢাকার আসাদ গেট) '!
'কিন্তু উনিশ'শো বিশ-ত্রিশের অগ্নিযুগের দলিলে ওদের নাম বিশেষ পাই না'।
'মন দিয়ে খোঁজো না, তাই পাও না। ফাঁকি দিয়ে কি বড় কাজ হয়? এসো আমার সাথে, তোমাকে দেখাই একটা নাম, যে ছিল কিনা একাই একশ'। কিংবা বলতে পারো একাই এক হাজার'।

অন্ধকার তারাভরা রাত। ইন্দ্রিয়-অতিন্দ্রীয়ের সীমানায় দুলছি। আর ভাল লাগেনা চারিদিকে বস্তুর এত ঠাসাঠাসি ভীড়।
'পারিনে ভাসিতে কেবলি মূরতি-স্রোতে, তুলে নাও মোরে আলোক-মগন মূরতি ভূবন হতে'- (সুরদাস)। অবয়বের কারাগার ভেঙ্গে চলে যাক সবাই দেহ থেকে দেহাতীত মায়ার রাজ্যে, শব্দ থেকে সুরের ভুবনে। ধীরে ধীরে উলটে যাক্ ইতিহাসের পাতা, সীমার মধ্যে ফুটে উঠুক অসীমের রহস্য। অস্পষ্ট ধূসর একটা ছায়া ধীরে ধীরে কায়া হয়ে ফুটে উঠুক। মাথায় তুর্কি টুপি, ঘন চাপদাঁড়িতে আচ্ছন্ন চিবুকে আশ্চর্য্য নূরানী চেহারা, সুতীক্ষ্ন দুটো হাস্যোজ্জ্বল বা-ময় চোখ। একটু যেন স্পষ্ট হয়ে এসেছে চেহারাটা এখন। শেরওয়ানী-আচকানে দিব্যি এক কোরাণের মাষ্টার। মুখে সেই চিরন্তন বুদ্ধিদীপ্ত শাণিত হাসি ঠাট্টার প্রস্রবণ।

কিন্তু পাশে বসা বাল্যবন্ধুর মুখটা বড়ই গম্ভীর। বেংগল ভলেন্টিয়ার্সের সর্বাধিনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ। বাংলার সমস্ত বিদ্রোহীদের অনুপ্রেরণার উৎস, সূর্য্য সেনের মত শত শত মহাবিপ্লবীদেরও মহাগুরু। ভারতবর্ষে বৃটিশের দেড়শ' বছরের হিমালয় উপড়ে ফেলে শুন্যে ছুঁড়ে দেবার মহা-দায়ীত্ব তাঁর হাতে। ধীরে ধীরে বললেন-

'আমরা সবাই চিহ্নিত হয়ে গেছি। বৃটিশের ফেউ লেগেই আছে পেছনে। হাঁচি দিলেও পুলিশ টের পায়।'
'চিহ্নিত। অর্থাৎ বিখ্যাত। হা হা হা। বিখ্যাত হবার এই শাস্তি, হাঁচি দিলেও লোকে টের পায়। তা, কি করতে হবে?'
'কাজটা এখন তোকেই এগিয়ে নিতে হবে, নিউক্লিয়াসটা বাড়াতে হবে। এ মুহূর্তে আঘাতের দিকে যাব না আর। পাঁচ বছর শুধু রিক্রুটিং আর ট্রেনিং। '
'আঘাত হবে না অথচ বৃটিশ বিদায় হবে? মাপ্ কর দোস্ত, ঘরের আরামে বসে বিপ্লব কেন, মহাবিপ্লব করারও বহু বাক্যনবাব
আছে। ওদের কাউকে ভার দিয়ে দে, ঘরে বসে বিপ্লবের ডিমে তা' দেয়া আমার দ্বারা হবে না।'
'ত্যাড়া কথা বলার অভ্যাস তোর এখনো গেলনা। শোন্, বা-ালী চিরকালই একটু বাক্যনবাব। কিন্তু সবাই নয়।'
'আমার দ্বারা হবে না।'
'ও শুধু তোর মুখের কথা, আমি জানি। মাত্র পাঁচ বছর। তারপর বাচ্চা ফুটবে ডিম থেকে, বিসুভিয়াসের বাচ্চা।'

হেমচন্দ্রের আবাল্যের কর্মসংগী, ঢাকা বেচারাম দেউড়ি স্কুলের সতীর্থ, বেংগল ভলেন্টিয়ার্সের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, একই অগ্নিবীণার দুই বাদক, একই অসাধ্যসাধনের দুই সাধক। গল্প-কাহিনীর চরিত্র নয়।

'তুই কোরাণের মাষ্টার, দাঁড়ী-টুপি-কোরাণ-শেরোয়ানী সব মিলিয়ে তোকে কেউ ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করেনা। এ সুবিধেটুকু তোর আছে।'

তা আছে। কাজে লাগল সেটাই। পুলিশ-ভোলানো সংসারী হয়ে পড়লেন সমস্ত আন্যান্য নেতারা, যেন কতই না শান্তিকামী সুখী গেরস্ত সবাই। ডিম কিন্তু পচল না। আরও সম্পৃক্ত, আরও পরি-পৃক্ত হতে থাকল, আকারে এবং প্রকারে। অমুক চক্রবর্তী, তমুক দাস দের সাথে এগিয়ে এল সালেউদ্দীন, নঈমুদ্দীন আহমেদ, আবদুল জব্বার, সালাহ্উদ্দীনের দল। (এগুলো সব সত্যি নাম, এঁদের সবাই সেই সময়ের বিদ্রোহী, বাহান্নর নয়)। নিভৃতে নীরবে এগিয়ে এল বাংলায় বিপ্লবের পরবর্তী ভয়াবহ বিস্ফোরণগুলো, একের পর এক। কানে তালা লাগার জোগাড় সেই আওয়াজে, সারা ভারতবর্ষের। অবাক চোখে সারা ভারত তখন তাকিয়ে দেখছে এদিকে বাংলা আর ওদিকে পাঞ্জাবের শিখদের দুর্দম আঘাত বৃটিশের ওপরে। সেসব দিন আজকের বাঙ্গালীকে দেখে বুঝি

কল্পনাও করা যায় না। মাছ-ভাতের বাঙ্গালীর সে কি আশ্চর্য্য রূপ তখন, শির নেহারি তার সত্যি সত্যিই নতশির ওই শিখর হিমাদ্রীর। কিন্তু কে, কারা এই দাবানলের নেপথ্য মহানায়ক? ভবিষ্যতের সুর্য্য সেনদের ভিত্তি এত শক্ত করে দিল কাদের অদৃশ্য শক্তিশালী হাত? লোম্যান, কামাখ্যা সেন, পেডি, আহসানুল্লা, ডগলাসের মতো গণশত্রুদের মৃত্যুদন্ড নির্ধারিত করে বৃটিশের সিংহাসন দুর্বল করে দিলেন কারা? কাদের অপরিমেয় আত্মত্যাগের অদৃশ্য প্রভাবে অহিংস-রাজনীতির কাছে একান্ত অনিচ্ছায় নতজানু হয়েছিল অর্ধপৃথিবীর অধিশ্বর বৃটিশ?

এই সেই হাজার হাজার নাম না জানা দুর্গম পথযাত্রীদল। এই সেই হেমচন্দ্র ঘোষ, এবং এই সেই মোহাম্মদ আলীমুদ্দিন।

'সংগোপনে মুসলিম তরুণদের মধ্যে দেশপ্রেম ও বিপ্লবের বাণী প্রচার করে গোপনতম সংস্থা-নিউক্লিয়াসকে অক্ষুণ্ন রাখার দায়িত্ব তাঁর ছিলই' - (ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব- ভুপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়)।

খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে চেহারাটা এখন। মাথায় তুর্কি ফেজ, চাপদাঁড়ীতে আচ্ছন্ন বাঙ্ময় দুটো হাস্যোজ্জ্বল অথচ স্বপ্নীল বাঙ্গালী চোখ, শেরোয়ানী-আচকানে দিব্যি যেন তোমার আমার বৃদ্ধ দাদার যুবক কালের চেহারা। মৃদু রহস্যময় হাসি ঠোঁটে। একটু বিষণ্ন যেন । যেন বলছেন, ' চারপাশের উত্তাল মৃত্যুতরঙ্গে এক ধ্রুবতারা দেখে মানুষ চিরকাল পথের সন্ধান পেয়েছে। তোদের আকাশে এত ধ্রুবতারা, তবু তোরা এত পথভ্রান্ত! আর তো কিছু চাইনি আমরা। নাম খ্যাতি সম্মান কিছুই চাই নি তোদের কাছ থেকে। শুধু যদি তোরা একটু মানুষ হতিস!'

হ্যাঁ, এ নামে মোহাম্মদও আছে, উদ্দীনও আছে। মোহাম্মদ আলীমুদ্দীন। বৃটিশ যাকে মুছে ফেলতে, পিষে ফেলতে চেয়েছে। দেশবাসীর হিন্দুরা যাঁর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব স্বীকারই করতে চায় না, দলিলে উল্লেখই করতে চায়না। আর, দেশবাসীর মুসলমানেরা যাঁকে নিষ্ঠুর উদাসীনতায় ভুলে গেছে।

আমরা কেউ তাঁকে মনে রাখিনি। তাঁর অপরিমেয় দেশপ্রেম শিখতেও পারিনি, বাচ্চাদের শেখাতেও পারিনি।

আল্- ভোঁদড়।

আমি, আল্-ভোঁদড়ের সাথে যে খেলিব মরণ-খেলা,
প্রভাত বেলা।
আমি, সুগভীর নিঃস্বনে,
কণ্ঠ পাকড়ি ধরিব আঁকড়ি দুইজনা দুইজনে,
কঠিন আলিঙ্গনে,
দংশন-ক্ষত শ্যেণ-বিহঙ্গ, যুঝি ভুজঙ্গ সনে ।
আমি ক্ষত-বিক্ষত শান্তি-কপোত, হয়েছি সর্বনাশা,
কারণ, আমারই সুখের নীড়ে বিষধর নাগিনী বেঁধেছে বাসা।
আকাশ ফাটানো প্রলয়ংকর বিস্ফোরণের সাথে,
সেই নাগিনীর মাথায় পড়ব করাল বজ্রপাতে।
আমি, রক্ত-দু'চোখে তীব্রতাকাব তার বিষাক্ত চোখে,
মানব-জীবন বিষ যে করেছে তিরিশ লক্ষ শোকে।
সেই কালনাগ নগ্ন জড়াব শত সহস্র হাতে,
আমি ক্রুর দানবের মুখোস খুলব উদ্ধত পদাঘাতে।
ফুল-পাখী-চাঁদ, প্রেমিকার মুখ নিয়ে পড়ে থাক তোরা,
মানব-ধর্ম কঠিন কব্জা করেছে ধর্মচোরা,
স্রষ্টার নামে লক্ষ লক্ষ মানুষ হয়েছে বলি,
তোরা বেওকুফ! ঘুরিস রঙ্গীন আবেগের কানাগলি!
আসিস নাই বা আসিস, তোরা নাই বা থাকিস সাথে,
আমি একাই সরাব জঞ্জাল, উন্মত্ত এই দু'হাতে।
এই নাগিনীর বিষদাঁত খুলে দুর করে ফেলে দেব,
এ জাহান্নামে ফুটিয়ে গোলাপ, তবে নিঃশ্বাস নেব।
বুকে তুলে নেব একাত্তরের ছিন্নতন্ত্রী বীণা,
দেখব, সেখানে কোন প্রাণ বাকী এখনো রয়েছে কি না।
তারপর,
''নিশ্চল, নিশ্চুপ,
আপনার মনে পুড়িব একাকী, গন্ধ-বিধুর ধূপ।''

কন্যা আমার ।

মাটির ভুবন পরে,
ছন্দে লয়ে খেলা করে,
নিসর্গের লক্ষ তারা,
দেখে দেখে হয় সারা,

রংধনু রং যত,
ছোট্ট অঙ্গে শত শত,
কোথা রাখি কোথা রাখি,
বুকের পাঁজরে ঢাকি,

সৃষ্টির রহস্যরাশি,
সকল সুন্দর আসি,
প্রতি দন্ডে প্রতি পলে,
যেন পূর্ণিমার ঢলে,

তরংগ ভঙ্গে উঠি,
সহস্র রঙ্গে টুটি,
লক্ষ কিরীট চয়নে,
অপরিতৃপ্ত নয়নে,

নীরব জলদমন্দ্র,
নিযুত সূর্য্য-চন্দ্র,
স্থবির, জীবনহীন,
বস্তুটিরে চিরদিন,

মাটির ভুবন ভরে,
অমুল্য রতন,
মুগ্ধচোখে বাক্যহারা,
নিসর্গের ধন।

লক্ষ ফুলের মত,
খেলা করে তার,
অমিয় সুখের পাখী,
কন্যা আমার!

তারে ঘিরে ওঠে হাসি,
করে যেন মেলা,
উচ্ছল জলধি জলে,
অপরূপ খেলা।

অনংগ অঙ্গে লুটি,
নিমেষে নিমেষে,
অনির্বচন বয়নে,
দেখি অনিমেষে।

নিথর জাগে অতন্দ্র,
অসীম ভরিয়া,
গভীর মরণে লীন,
বৃথা আঁকড়িয়া।

অনন্ত অসীম ঘিরে,
নিষ্প্রাণ দেহটিরে,
প্রাণ আছে এইখানে,
উষ- ধমনী-টানে,

মরণ সহস্র ধারে,
উন্মাদের মত নাড়ে,
জীবনের,
তবু বসুন্ধরা পরে,
যুগ হতে যুগান্তরে,

সে অমৃত তীব্র স্রোতে,
ভাসিয়া এল আলোতে,
ঘন এ জীবন্ত নীড়ে,
সিন্ধুতীরে,
ছোট্ট সুধা-বিন্দুটিরে,

এ জীবন মরু তৃষা,
মরণের অমানিশা,
প্রাণ শুধু এইখানে,
মৃত্যুহীন স্পর্শদানে,
আমার!

কোটি গ্রহ ঘুরে ফিরে,
বহি' বারংবার,
স্বর্গসুধার স্নানে,
কন্যা আমার!

দুর্ধর্ষ ছোবল মারে,
ভিত্তি

দিক হতে দিগন্তরে,
কি খেলা প্রাণের!

অনাদি অনন্ত হতে,
চোখের পলকে,
সায়াহ্নের

দেখি অপলকে।

যন্ত্রণায় লুপ্তদিশা,
সর্ব অংগে তার,
নিত্য প্রভাতের গানে,
কন্যা